নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২২)

ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ংবেঙ্গল ও বিদ্যাসাগর

"কলেজের একটি ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছে। ফলে বাবা তার কলেজের মাইনে-টাইনে বন্ধ করে দিলেন। ছাত্রটি এল বিদ্যাসাগরের কাছে। সব কথা খুলে বলল। বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন কলেজে পড়ো?

—আমি আপনারই মেট্রোপলিটান কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।

বিদ্যাসাগর বললেন— বাপু, আমি তো ব্রাহ্ম নই, আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোনো যোগই নেই। যা হোক, তুমি ভালো বুঝে যে ধর্ম্ম ধরেছ তার উপর আমার কিছুই বলবার নেই।

ছাত্রটিকে বিদ্যাসাগর প্রত্যেক মাসে দশটাকা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাসে-মাসে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে ওই টাকা নিয়ে আসত ছাত্রটি।" (করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, ইন্দ্রমিত্র)

ইউরোপীয় নবজাগরণের যুক্তিবাদী মহাতরঙ্গ উনিশ শতকে ভারতবর্ষের মাটি ছুঁয়েছিল। রামমোহন রায় ছিলেন এই তরঙ্গের প্রথম বাহক। ভারতীয় সমাজে ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে তিনি সে সময় সবচেয়ে নৃশংস প্রথা সতীদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করেন। যার ফলে ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রথা বেআইনি ঘোষিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮২৬ সাল থেকে হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়)-কে ভিত্তি করে ডিরোজিও-র উদ্যোগে ইয়ংবেঙ্গলের যুক্তিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু এর সদস্যরা হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে কিছুটা উগ্র পথ নেওয়ার ফলে সমাজে খুব প্রভাব ফেলতে পারেনি। এদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেন। একই সময়ে, সমাজসংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাসে একেশ্বরবাদকে ভিত্তি করে ১৮২৮ সালে রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু, ইয়ংবেঙ্গল বা ব্রাহ্মসমাজ, শক্তি অর্জন করার আগেই ১৮৩০ সালে রামমোহন রায় সতীদাহ সংক্রান্ত আইনের পক্ষে লড়াই ও অন্যান্য কারণে ইংল্যান্ডে গিয়ে ১৮৩৩ সালে সেখানেই প্রয়াত হন। অন্যদিকে, ডিরোজিও অকালে প্রয়াত হন ১৮৩১ সালে। যদিও তাঁরা যে নতুন জীবনবোধের অভিঘাত সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রভাব সমাজের শিক্ষিত অংশের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলল।

এই প্রেক্ষাপটে ১৮২৮ সালে ৮ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর কলকাতায় এসে পড়াশুনা শুরু করেন। কঠোর-কঠিন অধ্যবসায় ও অসাধারণ মেধার গুণে ১৮৩৯ সালে তিনি যখন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি অর্জন করেন, মূলত তখন থেকেই তাঁর নামের চর্চা শুরু হয় সমাজের বিভিন্ন মহলে। ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ব্যক্তিরা তাঁর নামের সাথে পরিচিত হতে থাকেন। এই বছরই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশে, 'তত্ত্ববোধিনী সভা' গঠন করেন এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এতে যুক্ত করার উদ্যোগ নেন। রামমোহন ধর্মীয় সংস্কারের পথে হলেও যে দৃঢ়তায় হিন্দু সমাজের অচলায়তনকে আঘাত করেছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নেতৃত্বের ভূমিকায় সেই দৃঢ়তার যেন কিছুটা অভাব ঘটে গেল। তাঁরা রামমোহনের চিন্তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ধর্মীয় গণ্ডির বেড়াজালকে ভাঙবার বদলে সেই চিন্তার গণ্ডিতেই আটকে থাকলেন। উদার ধর্মমত , জাতপাতের বিভেদের বিরুদ্ধতা, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাবের মধ্যেও বেদ-বেদান্ত উপনিষদের মন্ত্রই তাঁদের একমাত্র হাতিয়ার হল। তাঁরা ছিলেন মূলত সমাজের উচ্চকোটির মানুষ, সমাজের নিচুতলার অগণিত মানুষের সাথে তাঁদের নাড়ির যোগ ছিল না। একদিকে প্রগতিশীলতার কথা, জাতপাতের বিরুদ্ধতা, আবার প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি অতিরিক্ত জোর, তার সাথে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব চর্চাতেই দীর্ঘ সময় ব্যয়, জনজীবনের মূল সমস্যা থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সে যুগের উদীয়মান ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির বড় অংশের মধ্যে কাজ করছিল ধর্মীয় চিন্তা সম্বন্ধে দোদুল্যমানতা, আপসের মনোভাব। যে আপসের বিরুদ্ধে পার্থিব মানবতাবাদকে হাতিয়ার করে দাঁড়িয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। যদিও একথা ঠিক, ব্রাহ্মসমাদের রক্ষণশীল অংশের বাইরে এই আন্দোলনের মধ্যে থাকা উদার বুদ্ধিজীবীরা বিদ্যাসাগরের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন।

১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষ হয় এবং ওই বছরই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগ দিয়ে। এই পর্বে তিনি, মূলত কর্মসূত্রে হলেও, জানার প্রবল আগ্রহের কারণে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন ধরনের ইংরেজি বইপত্র ব্যাপকভাবে পড়া শুরু করেন। কলেজের পর তৎকালীন কলকাতার নামকরা অধ্যাপকদের বাড়িতে তিনি যেতেন ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদির চর্চা করতে। এইসূত্রেই আনন্দকৃষ্ণ বসুর বাড়িতে তাঁর পরিচয় ঘটে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩ সাল থেকে শুরু হয়)-র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের সাথে। ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাগত যে প্রভাব অক্ষয় দত্তের মননে প্রথম দিকে ছিল, বিদ্যাসাগরের সাথে যোগাযোগ এবং আলাপ-আলোচনার সূত্রে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছিল। অক্ষয় দত্ত নিজের লেখাগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করার আগে বিদ্যাসাগরকে দেখতে দিতেন এবং বিদ্যাসাগর সেগুলির প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিতেন।

ব্রাহ্মসমাজ যখন বেদান্তে কেন্দ্রীভূত, সে সময় বিদ্যাসাগর মনে বলছেন, 'সাংখ্য-বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন।' অক্ষয় দত্ত এ নিয়ে গভীর পড়াশুনা করেছিলেন। ব্রাহ্মসভায় দাঁড়িয়েই তিনি বলেছিলেন 'বেদ অপৌরুষেয় নয় এবং সে কারণে অভ্রান্তও নয়।' চিন্তা জগতের এই পার্থক্যের কারণে ১৮৫৫ সালের শেষের দিকে তত্ত্ববোধিনী থেকে অবসর নেন অক্ষয় দত্ত। যোগ দেন বিদ্যাসাগরের নর্মাল স্কুলে, অধ্যক্ষ পদে। অক্ষয় দত্ত পত্রিকা থেকে বেরিয়ে আসার পর বিদ্যাসাগরের সাথেও তত্ত্ববোধিনীর আর তেমন কোনও যোগাযোগ ছিল না। ইতিমধ্যে ফোর্ট উইলিয়ামের কাজ ছেড়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগ দেন ১৮৪৬ সালের আগস্টে। কিন্তু কলেজের হালচাল দেখে সেপ্টেম্বর মাসেই সম্পাদককে একটি রিপোর্ট দেন, 'নোটস্ অন দ্য সংস্কৃত কলেজ'। এতে তিনি ভারতীয় ছাত্রদের পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী দর্শন পড়াবার প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, সব ধরনের দর্শন পড়লে "আমাদের দর্শনের ভ্রান্তি ও অসারতা কোথায় তা বোঝা সহজ হবে"।

১৮৫০ সালের আগস্টে 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন বিদ্যাসাগর। এতে নরনারীর সম্পর্ক ও বিবাহ বিষয়ে অনন্যসাধারণ আলোচনা তিনি করেছেন। একদিকে তীক্ষ্ণ মেধা অন্যদিকে গভীর অনুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তি— ব্যক্তিত্বের এহেন উত্তাপ পেয়ে ইয়ংবেঙ্গল এবং ব্রাহ্মসমাজের বহু সদস্য বিদ্যাসাগরের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। এঁরা অনেকেই বিদ্যাসাগরের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা অনেকেই যথেষ্ট খ্যাতনামা লোক ছিলেন। যেমন, ইয়ংবেঙ্গলের প্রখ্যাত রামগোপাল ঘোষ। তাঁকে তাঁর বাবা বলেছিলেন, 'হিন্দু ধর্মাচরণে তোমার বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর।' রামগোপাল বাবাকে বলেছিলেন, "আমি আপনার সব কথা মানতে পারি এবং আপনার জন্য যেকোনও দুঃখ সইতে পারি। কিন্তু মিথ্যা বলতে পারবো না।" আরেক প্রখ্যাত ইয়ংবেঙ্গল রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ছাত্র বয়সেই তিনি একটি মামলার সাক্ষী হিসাবে কোর্টে গিয়েছিলেন। সেখানে তখনকার নিয়মানুসারে তুলসিপাতা ও গঙ্গাজল ছুঁয়ে শপথ নিতে হত। রসিককৃষ্ণ এভাবে শপথ নিতে সরাসরি অস্বীকার করে বলেছিলেন, "আমি গঙ্গাজলের পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না।" এই ধরনের মানুষ ছিলেন তাঁরা। এঁরা অনেকেই নানা স্থানে স্কুল, লাইব্রেরি ইত্যাদি গড়ে তুলেছেন। কালক্রমে তাঁরা হয়ে ওঠেন বিদ্যাসাগরের সব ধরনের সামাজিক কর্মসূচির সহায়ক এবং সাথী। এঁদের অনেকের সাথে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান গড়ে ওঠে নানা কর্মসূত্রে। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রথম বিধবাবিবাহ। রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র এবং শিবচন্দ্র দেব সহ অনেকেই সক্রিয়ভাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁরা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলতেন, "উনি একটা জায়েন্ট, যেমন হেড তেমনি হার্ট।"

বিদ্যাসাগরের এক অন্যতম জীবনীকার হলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮ - ১৯১৬)। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য। ব্রাহ্মসমাজের সাথে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তিনি যেভাবে বিদ্যাসাগরের জীবনকাহিনী লিখেছেন তাতে তাঁর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাই ব্যক্ত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যাঠামশাই দুর্গামোহন দাস (১৮৪১ - ১৮৯৭) ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি। তিনি বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর বিমাতা বালিকা বয়সে যখন বিধবা হলেন, তিনি আবার তাঁর বিবাহের উদ্যোগ নিয়ে সামাজিক বাধার মুখে পড়েছিলেন। এই সময় আক্ষেপ করে বিদ্যাসাগরকে চিঠি লেখেন তিনি। বিদ্যাসাগরও সাথে সাথে তার জবাবে চিঠি লিখে দুর্গামোহনকে সাহস-উৎসাহ যোগান এবং শেষপর্যন্ত সেই বিয়ে সংঘটিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শিবনাথ শাস্ত্রী বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। নিজের অথবা অন্যের যেকোনও বিপদে-আপদে বিদ্যাসাগরই ছিলেন তাঁর প্রধান ভরসা। শিবনাথ শাস্ত্রী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কীরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়।" বিদ্যাসাগরের অনুবাদ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, "'বেতাল বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত করিল।"

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নানা গোষ্ঠী বহুবার তাঁর স্মরণে সভা করেছে, তাঁর নানা দিক নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছে। ১৯২২ সালের ২ আগস্ট এরকমই একসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "প্রতি বছর বিদ্যাসাগরের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বক্তারা তাঁর দানশীলতা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু তিনি তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছিলেন সে বিষয়টা চাপা পড়ে থাকে। ...বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালীন সমাজের কাঠামোতে আঘাত করেছিলেন। সেইটিই তাঁর চরিত্রের সৌন্দর্য এবং এই কারণেই তিনি আধুনিক।" (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ইতিহাসবিদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সোচ্চার শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

দেশমান্য ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহকে বাঙ্গালোরে অসম্মান ও গ্রেপ্তার করার প্রতিবাদে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী ১৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডবের পরে বাঙ্গালোরে যেভাবে দেশমান্য ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহের উপর পুলিশি অভব্যতা এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাতে সরকার ও প্রশাসনের মুখোশ খুলে পড়েছে ও স্বৈরতন্ত্র কায়েম করার রাস্তা তৈরি হচ্ছে।"

ভারতের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোকে উলঙঘন করে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ ও বিভাজনের যে প্রক্রিয়া 'এনআরসি' এবং 'নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন'-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করেছে তার প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তরুণ নস্কর, সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তী, আইনজীবী পার্থসারথি সেনগুপ্ত, শিক্ষাবিদ মীরাতুন নাহার, লেখিকা ও সমাজকর্মী মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট চিকিৎসক ও প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, ভাস্কর নিরঞ্জন প্রধান, শিক্ষাবিদ পবিত্র গুপ্ত, সান্টু গুপ্ত প্রমুখ।

সিএএ-র বিরুদ্ধে বহরমপুরে পদযাত্রা

শাসকের বিভেদের রাজনীতিকে পরাস্ত করতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে সিএএ-এনআরসি-র বিরুদ্ধে জোরদার সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৮ ডিসেম্বর বহরমপুরে শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী গুণিজনদের পদযাত্রা সংগঠিত হয়। কল্পনা সিনেমা মোড় থেকে গোরাবাজার পর্যন্ত এই পদযাত্রায় পা মেলান বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আলি হাসান, কৃষ্ণনাথ কলেজের রসায়ন বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক কামাখ্যাপ্রসাদ গুহ, মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক বিপ্লব বিশ্বাস, বহরমপুর কলেজের গণিতের অধ্যাপক ডঃ সরিফউদ্দিন, কৃষ্ণনাথ কলেজের গ্রন্থাগারিক ডঃ নীতি মোল্লা সহ অন্যান্যরা।

এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী করতে এলাকায় এলাকায় কমিটি গঠন

নাগরিকত্ব হরণকারী এনআরসি ও বিভেদমূলক সিএএ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী করে গড়ে তোলার জন্য এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক প্রতিটি জেলায়, মহকুমায়, পাড়ায় পাড়ায় আন্দোলনের কমিটি গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে সর্বত্র গড়ে উঠছে অজস্র কমিটি।

তমলুক ঃ ১৫ ডিসেম্বর এক নাগরিক সভা হয় দর্জা-নিমতলায়। উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্য শিক্ষক আব্দুল মাসুদ, বাসুদেব দাস, শেখ মেহবুব আলম, শম্ভু মান্না, সেখ আব্দুল রেজ্জাক প্রমুখ। আব্দুল মাসুদ বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব মন্দা, ক্রমবর্ধমান ছাঁটাই-বেকারি, ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণের জালে জড়িয়ে ব্যাপকহারে কৃষক আত্মহত্যা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, হাসপাতালে চূড়ান্ত অব্যবস্থা প্রভৃতি নানা সমস্যায় জর্জরিত। জনজীবনের এসব মূল সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে বিজেপি নেতারা এনআরসি গঠন শুরু হয়েছে।

সোনার পুর ঃ সোনারপুরের মকরমপুর বিএড কলেজ অডিটোরিয়মে দেড় শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এনআরসি ও সিএএ বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আবুল কাশেম মুন্সিকে উপদেষ্টা, কাজি সামসুল আলমকে সভাপতি, গোলাম রসুল ডাক্তার এবং মিজানুর লস্করকে যুগ্ম সম্পাদক ও মিনতি মিত্রকে সহ-সম্পাদিকা করে ১৯ জনের কমিটি গঠিত হয়।

জাকারিয়া স্ট্রিট। নিচে কলাবাগান। কলকাতা

জানান তিনি। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শাকিল এজাজ, শরিক আনওয়ার প্রমুখ। সকলেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলে এলাকায় এলাকায় কনভেনশন করার এবং ১৪ জানুয়ারি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কলকাতা জেলা নাগরিক কনভেনশনে উপস্থিত থাকার জন্য জনসাধারণকে আবেদন জানান।

বাঁকুড়া

কলকাতা ঃ ১৯ ডিসেম্বর মধ্য কলকাতার কলাবাগানে অনুষ্ঠিত এনআরসি বিরোধী পথসভায় বক্তব্য রাখেন ঠনঠনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহম্মদ শুভান। তিনি বলেন, 'ভগৎ সিং, আসফাকউল্লার সংগ্রামে স্বাধীন হওয়া এই দেশকে আমরা ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করতে দেব না'। বক্তব্য রাখেন এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা জুবের রব্বানি। উপস্থিত ছিলেন ঠনঠনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ আকবর আলম মল্লিক। তিনি উল্লেখ করেন, আজকের এই সভার উদ্যোক্তরাও হিন্দু ভাইয়েরা। কোনও ভেদাভেদের মানসিকতা না রেখে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে একটি ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

২১ ডিসেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে গঠিত হয় এনআরসি-বিরোধী নাগরিকদের আহ্বায়ক কমিটি। যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, ডাঃ মকবুল হোসেন এবং মহম্মদ জুবেইর। ২২ ডিসেম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটে প্রকাশ্য সভা থেকে ডাঃ নেহাল আহমেদ-কে সভাপতি, ডাঃ প্রদ্যুৎ হাজরা এবং সৈয়দ হাসান-কে যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করে এনআরসি-বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। উত্তর কলকাতায় ২২ ডিসেম্বর সিরাম থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন হলে এক আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে কমিটি গঠিত হয়। প্রসেনজিৎ রক্ষিত, কৃষাণু দে ও প্রত্যুষ সিকদারকে আহ্বায়ক করে ১৩ জনের কমিটি গঠিত হয়।

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমিছিল

চালুর নামে দু'কোটি মানুষকে বিতাড়িত করার হুমকি দিচ্ছে। এই সভা থেকে সিএএ-এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি, দর্জা-নিমতলা শাখা গঠিত হয়। শেখ মেহেবুব আলম সভাপতি এবং শম্ভু মান্না ও শেখ মোস্তাফা আলি যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। অন্যান্য জেলাতেও কমিটি

হাবড়ায় সভা

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া স্টেশনে ২২ ডিসেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র উদ্যোগে এনআরসি ও সিএএ বিরোধী এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক কমরেড পরিমল হালদার। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় এক হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়ি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com